

বিচ্যুতিমূলক আচরণ এবং অপরাধ



বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ► ১ বুবেল কলেজের কিছু বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্যে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নেশার টাকা জোগাড় করতে সে বাবা-মার ওপর চাপ প্রয়োগ করে। একসময় সে অপরাধ জগতে পা বাড়ায়, হয়ে ওঠে পুলিশের তালিকাভুক্ত অপরাধী।

[সকল বোর্ড-২০১৫]

- ক. বিচ্যুতি কী? ১
- খ. বই সংস্কৃতির কোন ধরনের উপাদান? বুঝিয়ে লেখো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণ ছাড়াও বুবেলের মতো ছেলেরা অপরাধে জড়িয়ে পড়ে, এমন অন্য একটি উল্লেখযোগ্য কারণ আলোচনা করো। ৩
- ঘ. বুবেলের মতো ছেলেদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাভাবিক ও কাক্ষিত আচরণের পরিপন্থি আচরণই বিচ্যুতি।

খ বই সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান।

মানুষ জীবনযাপনের জন্য দৃশ্যমান যা কিছু তৈরি ও ব্যবহার করে তা-ই বস্তুগত সংস্কৃতি। যেমন ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, চেয়ার-টেবিল, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাতা, কলম, বই ইত্যাদি। বই হচ্ছে দৃশ্যমান আর মানুষ তার প্রয়োজনে বই তৈরি করে এবং ব্যবহার করে। তাই বইকে সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

গ উদ্দীপকের বুবেল মাদকাসক্তির কারণে অপরাধে জড়িত। এ কারণটি ছাড়াও আরো অনেক কারণে বুবেলের মতো ছেলেরা অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অর্থনৈতিক কারণ।

অপরাধের অন্যতম প্রধান কারণ অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা। আবার অর্থের প্রাচুর্যও মানুষের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা সৃষ্টি করে। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে সম্পদের অসম বণ্টন, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, দরিদ্রতা প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। ফলে সমাজে বিচিত্র ধরনের অপরাধমূলক কাজ বা অপকর্ম সংঘটিত হয়। বাংলাদেশে চরম

দারিদ্র্যের কারণে অপরাধ সংঘটিত হয়। চরম দারিদ্র্যের কারণে সাধারণ ছোটখাটো চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হয়। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান হারে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেকার জীবনে অনেকেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে এদের একটা অংশের মধ্যে আশঙ্কাজনকহারে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এদের অনেকেই ছিনতাই, খুন, রাহাজানি, মদ্যপান, মাদকাসক্তি, পতিতালয়ে গমন ইত্যাদি অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বিবৃত কারণ ছাড়াও অর্থনৈতিক কারণে বুবেলের মতো ছেলেরা নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।

ঘ বুবেলের মতো ছেলেদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

অপরাধপ্রবণতা দূর করার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সমাজের সদস্যদের মনে সামাজিক ও নৈতিক চেতনা এবং মূল্যবোধের সঞ্চার করা, সামাজিক আদর্শের সাথে তাদের পরিচিত করা, উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে জনকল্যাণের চেতনা জাগ্রত করা। পাশাপাশি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড দূর করার জন্য প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রয়োজন। এতে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, যা অপরাধের মাত্রা হ্রাস করবে। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আধুনিকায়ন করতে হবে।

অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড রোধ করার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। দারিদ্র্য অপরাধপ্রবণতা সৃষ্টি করে। যদি সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি জীবিকা অর্জনের সুযোগ পায় এবং বেকারত্ব, দারিদ্র্য, ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতির বিলোপ করা হয়, তাহলে অপরাধ অনেকাংশেই দূর করা সম্ভব হবে। অতএব বলা যায়, উপরের পদক্ষেপগুলোর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বুবেলের মতো ছেলেদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।



পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ► ২ রেজা বন্ধুদের সাথে পার্কে বেড়াতে যায়। পার্কের ভেতরে সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে ‘ধূমপান নিষেধ’, ‘ফুল ও ফল ছিঁড়বেন না’, ‘যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলবেন না’ ইত্যাদি। এসব আদেশ লঙ্ঘনের জন্যে আর্থিক জরিমানাসহ শাস্তির ব্যবস্থাও সাইনবোর্ডে লেখা আছে। রেজার বন্ধু সবুজ এ আদেশ উপেক্ষা করে

কিছু আম ছিঁড়ে ব্যাগে ঢুকাতে গেলে পার্ক কর্তৃপক্ষ শাস্তির ব্যবস্থা করে। তখন রেজা বলল, সকলের আইন মান্য করা উচিত।

◀ শিখনফল-৪

- ক. কীরূপ আচরণ সামাজিক সংহতির পরিপন্থি? ১
- খ. অপরাধ দমনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কী? বর্ণনা করো। ২

- গ. সবুজের আচরণকে কী বলা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. সবুজের আচরণ সমাজের ওপর কোন ধরনের প্রভাব ফেলে বলে তুমি মনে কর? যুক্তিসহ মতামত উপস্থাপন করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিচ্যুত আচরণ সামাজিক সংহতির পরিপন্থি।

খ কার্যকর ও সচেতনতামূলক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অপরাধ দমনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।
 শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম দায়িত্ব হলো ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্রবান করে গড়ে তোলা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ জাগ্রত করতে, তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

গ সবুজ কর্তৃক পার্কের উক্ত নীতিমালা লঙ্ঘনকে অপরাধ বলা যেতে পারে।

অপরাধ হচ্ছে একটি সামাজিক ঘটনা। অপরাধ সামাজিক কারণে ঘটে থাকে। ব্যক্তি সামাজিক পরিমণ্ডলের কারণে অপরাধী হয় এবং সেজন্য অপরাধের কারণও সামাজিক। তাই অপরাধ হলো সামাজিক আইন বা নীতিমালার লঙ্ঘন। সুনির্দিষ্ট অর্থে, দেশের আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত শাস্তিযোগ্য কাজকেই অপরাধ বলা হয়। কোনো দেশের প্রচলিত আইন ভঙ্গ করা অপরাধ।

সবুজ পার্কের ফুল, ফল ছেঁড়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ জেনেও সে ফল চুরি করে। এক্ষেত্রে সে আইন লঙ্ঘন করে এবং আইন লঙ্ঘন করার জন্য তাকে শাস্তিভোগ করতে হয়। সুতরাং বলা যায়, সবুজের আচরণ অপরাধমূলক আচরণ।

ঘ সবুজের আচরণ সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আমি মনে করি।

আইন লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আইনসভা কর্তৃক গৃহীত বিধি-বিধানই হচ্ছে আইন যা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তির ওপর প্রয়োগ করা হয়। এর মাধ্যমে সমাজে শৃঙ্খলা, ন্যায় ইত্যাদি বিষয়গুলো রক্ষিত হয়। অন্যদিকে আইনভঙ্গের মাধ্যমে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাশাপাশি মানুষের মৌলিক অধিকার ভোগে বাধার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া মানুষ বিশেষত শিশুরা খুব অনুকরণ প্রিয়, যার কারণে ব্যক্তি কাউকে অপরাধ করতে দেখলে অনেক সময় ঐ কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রলুব্ধ হয়। মোটকথা অপরাধের মাধ্যমে দেশের আইনসভাকে অবমূল্যায়ন করা হয় বা দেশের শৃঙ্খলার জন্য প্রয়োজ্য আইনকে ভঙ্গ করা হয়।

উদ্দীপকে দেখতে পাই, পার্কের মধ্যে বিভিন্ন আইন বিরোধী কাজের উল্লেখসহ এর শাস্তি ও জরিমানার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। তা সত্ত্বেও সবুজ সেই আইনের তোয়াক্কা না করে পার্কের কিছু আম তার ব্যাগে ভরার চেষ্টা করে। এ কাজের মাধ্যমে সে আইন লঙ্ঘন করেছে যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং একই সাথে সে একজন অপরাধী। তার এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজে যেমন অপরাধী বাড়বে তেমনি মানুষ অপরাধ করার সাহসও পাবে অর্থাৎ আইন লঙ্ঘনে প্রলুব্ধ হবে। সুতরাং বলা যায়, সবুজের কর্মকাণ্ড সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, যা সমাজের তথা দেশের জন্য ক্ষতিকর।

প্রশ্ন ৩ রাজধানীর খিলক্ষেত এলাকার একটি টিনশেড বাসায় দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ডাকাত দল বাসা থেকে নগদ ৯০ হাজার টাকাসহ ১০ ভরি স্বর্ণ লুট করে। মারফত আলী জানান, রাত ১টার দিকে খিলক্ষেতের ঐ বাড়িতে মুখোশধারী ৮-১০ জনের একটি ডাকাত দল কলাপসিবল গেটের তালা কেটে ভেতরে ঢুকে। পরে পরিবারের সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ডাকাতি করে।

◀ শিখনফল-৬ ও ৭

- ক. কিশোর অপরাধ কাকে বলে? ১
 খ. সামাজিক কারণে অপরাধ বেশি সংঘটিত হয় কেন? ২
 গ. উদ্দীপকের ডাকাত দলের কর্মকাণ্ড কোন ধরনের অপরাধ বলে গণ্য? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের ডাকাতদের অপরাধ সংঘটনে উচ্চাভিলাষী জীবনের স্বপ্ন অনেকাংশে দায়ী— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত সামাজিক মূল্যবোধ ও আইনবিরোধী কাজকে কিশোর অপরাধ বলা হয়।

খ অপরাধ সামাজিক শৃঙ্খলার বিপরীত কাজ বলে সামাজিক কারণে অপরাধ বেশি সংঘটিত হয়।

সামাজিক অবস্থার সাথে অপরাধপ্রবণতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সামাজিক অবস্থা সুষ্ঠু হলে ব্যক্তির যতই দুর্বলতা ও মানসিক যাতনা থাকুক না কেন সমাজের পরিবেশে তা বিলীন হয়ে যায়। আবার যদি সামাজিক পরিবেশে অপরাধপ্রবণতা বজায় থাকে ব্যক্তির যতই সুষ্ঠু হোক না কেন একদিন না একদিন তা তাকে প্রভাবিত করবে। যেমন— গৃহের অবস্থা, খেলার মাঠের পরিবেশ, স্কুল, সমাজের রীতিনীতি, সমাজবিরোধী লোকদের সাহচর্য, আদালত ও কারাগার, ধর্ম ও সভ্যতার মৌলিক উপাদান মানুষকে বিশেষভাবে ব্যক্তিজীবনে প্রভাবিত করে অপরাধ সংঘটনে উৎসাহিত করে।

গ উদ্দীপকের ডাকাতদলের কর্মকাণ্ড সংঘবন্দ্য বা সংঘটিত অপরাধ বলে গণ্য।

যখন কোনো দল সংগঠিত বা সংঘবন্দ্যভাবে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী অপরাধ করে তখন তাকে সংঘবন্দ্য অপরাধ বলে। এ ধরনের অপরাধ মূলত সম্পত্তি ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়ে থাকে। এ ধরনের অপরাধের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উদাহরণ হচ্ছে ছিনতাই, ডাকাতি, জবরদখল, নারী ও শিশুপাচার, চোরাচালান, মাদকদ্রব্যের ব্যবসা ইত্যাদি।

উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজধানীর খিলক্ষেত এলাকার একটি টিনশেড বাসায় দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ডাকাতদল বাসা থেকে ৯০ হাজার টাকাসহ ১০ ভরি স্বর্ণ লুট করে। রাত ১টার দিকে খিলক্ষেতের ঐ বাড়িতে মুখোশধারী ৮-১০ জনের একটি ডাকাতদল কলাপসিবল গেটের তালা কেটে ভেতরে ঢোকে। পরে পরিবারের সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ডাকাতি করে। উদ্দীপকের এ ডাকাতির ঘটনাটি সম্পত্তি ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। কারণ পাঠ্যবইয়ে আমরা জেনেছি, ডাকাতি হচ্ছে সম্পত্তি ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ।

সুতরাং বলা যায়, খিলক্ষেত এলাকার ডাকাতদের কর্মকাণ্ড সংঘবন্দ্য।

ঘ 'উদ্দীপকের ডাকাতদের অপরাধ সংঘটনে উচ্চাভিলাষী জীবনের স্বপ্ন অনেকাংশে দায়ী' উক্তিটি যথার্থ।

শিল্পায়ন ও নগরায়ণ এবং তথ্যপ্রযুক্তির অব্যাহত সমৃদ্ধির ফলে বিশ্বব্যাপী বৈষয়িক বিষয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। মানুষ আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিলাসবহুল দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহারের দিকে ঝুঁকি পড়েছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে মানুষ রাতারাতি বড়লোক হতে চায়। কারণ খ্যাতি, যশ, সম্মান, গাড়ি-বাড়ি, আধিপত্য ইত্যাদির মূলে রয়েছে অর্থ-সম্পদ। তাই মানুষ এ সকল চাহিদা পূরণে যেকোনো পন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধাবোধ করে না। এর ফলে সে বিভিন্ন রকম অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। এছাড়া অনেক সময় শিক্ষার্থীরাও তাদের বড়লোক বন্ধুদের সাথে প্রতিযোগিতা করে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়। এর জন্য তারা অর্থের লোভে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, একদল ডাকাত অস্ত্রের মুখে পরিবারের সকলকে জিম্মি করে মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায়। যা তাদের উচ্চাভিলাষী মনোভাবকেই নির্দেশ করে।

পরিশেষে বলা যায়, উচ্চাভিলাষী জীবন-যাপনের প্রত্যাশায় মানুষ অতিমাত্রায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ প্রত্যাশা পূরণে তারা যেকোনো অপরাধ করতে দ্বিধাবোধ করে না। ফলে সমাজে দেখা দেয় নানা ধরনের অপরাধ। উদ্দীপকে ডাকাতদলও মূলত উচ্চাভিলাষী জীবন-যাপনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ডাকাতিতে জড়িয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪ রফিক তিন বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেছে। এরপর চাকরির জন্যে অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু কর্মসংস্থানের কোনো ব্যবস্থা হয়নি। ফলে দিন দিন সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। হতাশা থেকে মুক্তি পেতে সে হেরোইন সেবন শুরু করে। বর্তমানে হেরোইনের টাকা জোগাড় করতে মাঝে মাঝে সে ছিনতাইও করে থাকে।

◀ *শিখনফল-৬ ও ৯*

- ক. কোনটি আচরণবিধি ও মূল্যবোধ পরিপন্থি আচরণ? ১
- খ. বিচ্যুতিমূলক আচরণ বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রফিকের কর্মকাণ্ডকে তুমি কী হিসেবে আখ্যায়িত করবে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. রফিকের মতো লোকদের কর্মকাণ্ড নিরসনে কোন ধরনের ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিচ্যুতিমূলক আচরণ আচরণবিধি ও মূল্যবোধ পরিপন্থি আচরণ।

খ প্রতিটি সমাজেই কতকগুলো আচার-আচরণ, রীতিনীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধ থাকে। সে অনুসারে সমাজ ব্যক্তির কাছ থেকে যে আচরণ প্রত্যাশা করে তাকে বলা হয় কাঙ্ক্ষিত বা প্রত্যাশিত আচরণ। এই প্রত্যাশিত আচরণের বাইরে ব্যক্তি যে সকল আচরণ করে তাই বিচ্যুতিমূলক আচরণ। এই বিচ্যুতিমূলক আচরণ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন— আচরণের বিচ্যুতি, অভ্যাসের বিচ্যুতি, সাংস্কৃতিক বিচ্যুতি ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত রফিকের কর্মকাণ্ডকে আমি অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করবো। কেননা অপরাধ হলো সামাজিক আইন বা নীতিমালার লঙ্ঘন। আরও সুনির্দিষ্ট অর্থে দেশের আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত শাস্তিযোগ্য কাজকেই অপরাধ বলা হয়। কোনো দেশের প্রচলিত আইন ভঙ্গ করা অপরাধ। মোটকথা দেশের আইন অনুসারে যে কাজকে অন্যায় বলে ধরা হয়েছে এবং যা ভঙ্গ করলে রাষ্ট্রীয় শাস্তি বিধানের বন্দোবস্ত রয়েছে তাকে অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। উদ্দীপকে দেখা যায়, রফিক হতাশাগ্রস্ত হয়ে হেরোইন সেবন শুরু করে যা জনশৃঙ্খলা অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া রফিক হেরোইনের টাকা যোগাড় করতে মাঝে মাঝে ছিনতাইও করে থাকে যা প্রচলিত অপরাধকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত রফিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত রফিক কর্মসংস্থানের অভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ তার এ অপরাধের পেছনে রয়েছে অর্থের অভাব। রফিকের মতো লোকদের অর্থাৎ অপরাধীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নিরসনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। আবার পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেও অপরাধ প্রবণতার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তাই দেশের জন্যে এমন একটি যুক্তিযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয় যেখানে সম্পদ ও সুযোগের সদ্যবহার এবং তার ন্যায্য তথা সুযম বন্টন ত্বরান্বিত হতে পারে যাতে সমাজে যাতে শোষণ ও অবিচার দূরীভূত হয়। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন তবেই সম্ভব হবে এবং অপরাধ প্রবণতা দূরীভূত হবে। এছাড়া অপরাধ প্রবণতার জন্যে বেকার সমস্যা অন্যতম কারণ। বেকার জীবনে নেমে আসে দারিদ্র্য যা অপরাধের দুয়ার খুলে দেয়। এ সমস্যা সমাধানের জন্যে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে বেকারত্ব দূর করতে পারলেই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড আর ঘটবে না তাও ঠিক নয়। কারণ মানুষ তার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু যখন তার সীমিত আয় দিয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ব্যর্থ হয় তখন সে বিভিন্ন অপরাধের পথ বেছে নেয়।

তাই বলা যায়, অপরাধ প্রবণতা রোধে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

প্রশ্ন ▶ ৫ রিপনের বয়স ১৪ বছর। সে তার বাবা-মার সাথে ঢাকার একটি বস্তিতে বসবাস করে। সেখানে খেলাধুলা করার মতো কোনো সুযোগ নেই। বস্তির অনেকেই হেরোইন ব্যবসার সাথে জড়িত। তাদের দেখাদেখি রিপনও একসময় হেরোইন ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে।

◀ *শিখনফল-৭*

- ক. ভদ্রবেশী অপরাধ কাকে বলে? ১
- খ. ডুর্খেইমের কঠোর ও সংক্রামিত নৈরাজ্যের ধারণা দাও। ২
- গ. উদ্দীপকে অপরাধের কোন কারণের চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত কারণটিকে কি তুমি অপরাধের একমাত্র কারণ বলে মনে করো? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থ-সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত লোক যখন পেশাগত কাজে অপরাধ করে তখন তাকে ভদ্রবেশী অপরাধ বলে।

খ ডুর্খেইম দুই ধরনের নৈরাজ্যের কথা বলেছেন। যথা— ১. কঠোর নৈরাজ্য ও ২. সংক্রামিত নৈরাজ্য।

কঠোর নৈরাজ্য: কঠোর নৈরাজ্য হচ্ছে হঠাৎ কোনো পরিবর্তনের ফল, যেমন— ব্যবসায়িক সংকট, ধর্মঘট ইত্যাদি।

সংক্রামিক নৈরাজ্য: সংক্রামিত নৈরাজ্য অপরিবর্তনীয় রাষ্ট্র ও আধুনিক শিল্প সমাজের বৈশিষ্ট্য।

গ উদ্দীপকে অপরাধের সামাজিক কারণের চিত্র ফুটে উঠেছে। কেননা উদ্দীপকে বর্ণিত রিপন ঢাকার একটি বস্তিতে বাস করে। উক্ত বস্তির অনেকেই হেরোইন ব্যবসার সাথে জড়িত। তাদের দেখাদেখি রিপনও একসময় হেরোইন ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে যা অপরাধের সামাজিক কারণের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। পারিবারিক পরিবেশের সাথে অপরাধ প্রবণতা সম্পর্কযুক্ত। একটি সুন্দর, সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ যেমন একটি শিশুকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে তেমনি বস্তি জীবনের অস্বাস্থ্যকর ও অস্বাভাবিক পরিবেশের প্রভাবে একটি শিশু অপরাধী হয়ে উঠতে পারে। আর এ বিষয়টি উদ্দীপকে বর্ণিত রিপনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এছাড়া রিপনের খেলাধুলা করার মতো কোনো সুযোগ নেই যা অপরাধের সামাজিক কারণের অন্তর্ভুক্ত আরেকটি বিষয়। খেলাধুলা একটি শিশুর মনকে সুস্থ ও বলিষ্ঠভাবে গড়ে তুলতে পারে। খেলাধুলার চর্চা না থাকলে ব্যক্তি সমাজ বিরুদ্ধ প্রকৃতির উদ্ভব হতে পারে, যা পরে অপরাধ প্রবণতার জন্ম দেয়। সুতরাং বলা যায়, সামাজিক কারণে রিপন অপরাধী হয়ে উঠেছে।

ঘ সামাজিক কারণকে আমি অপরাধের একমাত্র কারণ বলে মনে করি না। কেননা অপরাধের আরও কতকগুলো কারণ রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো—

অপরাধ প্রবণতার সাথে ভৌগোলিক পরিবেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের অন্যতম অপরাধবিজ্ঞানী আবুল হাসনাত বলেন, ‘বাংলাদেশে জুন ও ডিসেম্বরে চুরি, ডাকাতি বেড়ে যায়। কারণ এ সময়ে গ্রাম-গঞ্জে মানুষের হাতে নগদ টাকা থাকে না। ডিসেম্বর মাসের শীতের দীর্ঘ রাত্রি সিঁদেল চুরির জন্যে উত্তম।

বিভিন্ন অপরাধবিজ্ঞানীর মতে, মানসিক বিকার বা শারীরিক অসুস্থতা অপরাধ সৃষ্টির জন্যে দায়ী। অনেক সময় দেখা যায়, নানা রকম রোগের ফলে মস্তিষ্ক বিকৃতি ও মানসিক সমস্যা ঘটে থাকে। ফলে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যায়।

অপরাধের একটি অন্যতম কারণ হলো অর্থনীতি। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, সমাজে আর্থিক অনটন দেখা গেলে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যায়। গরিব শ্রেণির মানুষের মধ্যে অপরাধী বেশি দেখা যায়। আর্থিক কারণে তারা অনেক সময় অপরাধ করে থাকে। আমাদের দেশে একটি অংশ তাদের পেশাগত কাজে অপরাধ করে থাকে। যেমন—ঘুষ, দুর্নীতি ইত্যাদি।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, একমাত্র সামাজিক কারণেই অপরাধ সংঘটিত হয় না। অপরাধ সংঘটনে উপরোক্ত কারণগুলোও সমানভাবে ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ৬ সম্প্রতি নববর্ষের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে কয়েকজন তরুণী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অভিমুখে রওয়ানা হয়। পুরাতন বর্ষকে বিদায় ও নতুন বর্ষকে স্বাগত জানাতে লাখো মানুষের ঢল নামে রাস্তায়। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে কিছু অসভ্য, বর্বর, নরপশুরূপ বখাটে তরুণীদের শ্রীলতাহানীর চেষ্টা করে।

◀ পিখনফল-৭ ও ৯

- ক. অপরাধ কী? ১
- খ. অপরাধের শ্রেণিবিভাগ করো। ২
- গ. বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে অপরাধের সাধারণ কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করো। ৩
- ঘ. শুধুমাত্র বাংলাদেশের প্রচলিত আইন দিয়েই কি নারী নির্যাতনের মত অপরাধ রোধ করা সম্ভব? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপরাধ হচ্ছে সামাজিক আইন বা নীতিমালার লঙ্ঘন।

খ অপরাধ হচ্ছে সুস্পষ্টভাবে আইনের লংঘন।

সমাজবিজ্ঞানীরা অপরাধকে চারভাগে বিভক্ত করে থাকেন। এগুলো হলো: পেশাগত অপরাধ, সংগঠিত অপরাধ, ছদ্মবেশি অপরাধ এবং ক্ষতিগ্রস্তহীন অপরাধ।

গ কোনো একক কারণে সমাজে অপরাধ সংঘটিত হয় না। বরং অপরাধের পেছনে নানাবিধ আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণ বিদ্যমান থাকে। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে অপরাধের সাধারণ কয়েকটি কারণ নিচে চিহ্নিত করা হলো—

অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে অপরাধ প্রবণতার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যেমন: সম্পদের অসম বণ্টন। আবার দারিদ্র্যের কারণেও মানুষ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মাদকদ্রব্য চোরাচালান প্রভৃতি অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। বেকারত্বের কারণেও অনেকে হতাশাগ্রস্ত হয়ে অপরাধ কর্মে জড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সঙ্গে আয়ের অসামঞ্জস্যতা থাকলে অনেকেই জীবিকা নির্বাহের তাগিদে দুর্নীতিসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।

অপরাধের সাথে সামাজিক কারণেরও একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। যেমন: পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি অপরাধ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। সামাজিক মূল্যবোধের অভাবেও মানুষ ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে উপার্জন করার জন্য অপরাধকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া উচ্চাভিলাষী স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যও মানুষ অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।

ঘ শুধুমাত্র বাংলাদেশের প্রচলিত আইন দিয়েই নারী নির্যাতনের মতো অপরাধ রোধ করা সম্ভব।

নারী নির্যাতন বাংলাদেশের নিত্য ঘটনা। নারীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন, অপহরণ, যৌতুকের কারণে হত্যা, ধর্ষণ, ধর্ষণের উদ্দেশ্যে হত্যা প্রভৃতি অপরাধ উল্লেখযোগ্য। সমাজে নারীকে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রণীত হয় নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ ১৯৮৩। এ আইনটি ১৯৮৩ সালের ৩ অক্টোবর থেকে সারা বাংলাদেশে কার্যকর হয়।

নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ ১৯৮৩-তে বেআইনি বা অসৎ উদ্দেশ্যে নারী অপহরণ বা অপহরণের শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা চৌদ্দ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড (এক লাখ টাকা পর্যন্ত) বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে। নারীব্যবসা পরিচালনার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা চৌদ্দ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড যা সাত বছরের কম হবে না বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান রয়েছে। যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা চৌদ্দ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় করার বিধান রাখা হয়েছে। এ আইন অনুযায়ী ধর্মণের

ক্ষেত্রে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত করার শাস্তি হচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা চৌদ্দ বছর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড। এছাড়া এ আইনে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে সহায়তা করা বা প্ররোচনা দেওয়ার জন্য অপরাধের জন্য যে শাস্তি, সেই একই শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। ১৯৮৩ সালের নারী নির্যাতন আইন নারী সমাজের নিরাপত্তা বিধান, মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার নির্যাতন থেকে নারীকে রক্ষার জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। আর এ কারণেই বাংলাদেশের প্রচলিত আইন দিয়েই নারী নির্যাতনের মতো অপরাধ রোধ করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।



সৃজনশীল প্রশ্নাব্যাক

► উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ► ৭ ছগির সরকারি চাকরি করে। সামান্য বেতনে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয়। একপর্যায়ে সে ঘুম খাওয়া শুরু করে। তার ছেলেরাও এলাকার বখাটেদের সাথে চলাফেরা করে এবং রাস্তার মোড়ে মেয়েদের উত্যক্ত করে। এ ঘটনার প্রসঙ্গে রতন মন্তব্য করে, জৈবিক তাড়না থেকেই ছগিরের সন্তানদের এমন আচরণ লক্ষণীয়।

◀ শিখনফল-২

- ক. মার্টন কোনটিকে নৈরাজ্যের মুখ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন? ১
- খ. বাংলাদেশে অপরাধ প্রতিরোধে গণমাধ্যমগুলো কীরূপ ভূমিকা পালন করতে পারে? ২
- গ. রতনের মন্তব্যের বিষয়টি ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'জৈবিক তাড়নাই উদ্দীপকের উক্ত বিষয়টির একমাত্র কারণ' এ বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক মার্টন সাংস্কৃতিক লক্ষ্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে নৈরাজ্যের মুখ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

খ বাংলাদেশে অপরাধ প্রতিরোধে গণমাধ্যমগুলো অপরাধীদের কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। গণমাধ্যম হচ্ছে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিচ্ছবি। অপরাধের চিত্র এবং পাশাপাশি অপরাধীর শাস্তি যদি পূর্ণাঙ্গভাবে গণমাধ্যমগুলো তুলে ধরে তাহলে সমাজ তথা দেশে অপরাধ হ্রাস পাবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'পরিপ্রেক্ষিত', ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন-এর 'তালাশ', এটি এন বাংলার 'ক্রাইম ওয়াচ' প্রভৃতির মতো কিছু অনুষ্ঠান সমাজে অপরাধ দূরীকরণ তথা প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।



সুপার টিপস: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ সামাজিক বিচ্যুতির কারণ রতনের মন্তব্যের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করো।

ঘ উদ্দীপক দ্বারা সামাজিক বিচ্যুতির যে কারণ নির্দেশিত হয়েছে, তা ব্যতীত অন্যান্য কারণ আলোচনা কর।

প্রশ্ন ► ৮ আসিফ সাহেব একটি বৃহৎ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের বড় কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য দেখিয়ে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করেন। অথচ অফিসের কাগজপত্র এমনভাবে তৈরি করা হয় যা থেকে আসিফ সাহেবের প্রতারণা প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই। অপরদিকে বস্তিতে বসবাসরত তাজুল নিজের সন্তানের জন্য খাদ্যের যোগান না করতে পেরে হোটেল থেকে খাবার চুরির অপরাধে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়।

◀ শিখনফল-৬

- ক. 'শিক্ষা' শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের আসিফের অপরাধটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'উদ্দীপকে আসিফ ও তাজুলের অপরাধের সামাজিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন'— উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষা শব্দের অর্থ শাসন করা, শৃঙ্খলিত করা, নিয়ন্ত্রিত করা ইত্যাদি।

খ শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সুপ্ত মানবীয় গুণাবলির বিকাশ।

অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হবে ব্যক্তির নৈতিক মান উন্নত করা বা আদর্শ চরিত্র গঠন করা। শিশু জন্মাবস্থায় যে দেহমনের অধিকারী হয় তাকে বিকশিত করার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন মোট কথা কোনো ব্যক্তিকে উপযুক্ত, যোগ্য, সৎ হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষার বিকল্প নেই।



সুপার টিপস: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ ভদ্রবেশী অপরাধ ব্যাখ্যা করো।

ঘ আসিফ ও তাজুলের অপরাধ সংঘটনের কারণ সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করো।



প্রশ্ন ▶ ১ রফিক তিন বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেছে। এরপর চাকরির জন্যে অনেক চেষ্টা করার পরও কর্মসংস্থানের কোনো ব্যবস্থা করতে পারে নি। ফলে দিন দিন সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। হতাশা থেকে মুক্তি পেতে সে হেরোইন সেবন শুরু করে। বর্তমানে হেরোইনের টাকা জোগাড় করতে মাঝে মধ্যে সে ছিনতাইও করে।

◀ *শিখনফল-৬ ও ৯*

- ক. কোনটি আচরণবিধি ও মূল্যবোধ পরিপন্থি আচরণ? ১
- খ. অপরাধ একটি সামাজিক ঘটনা-ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. রফিকের কর্মকাণ্ডকে তুমি কী হিসেবে আখ্যায়িত করবে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. রফিকের মতো লোকদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নিরসনে কোন ধরনের ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে? মতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিচ্যুতিমূলক আচরণ সমাজ ও মূল্যবোধ পরিপন্থি আচরণ।

খ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সমাজকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয় বলেই অপরাধ একটি সামাজিক ঘটনা।

অপরাধ কোনো সহজাত প্রবৃত্তির ফল নয়। বরং এটি একটি সামাজিক ঘটনা। পৃথিবীতে জন্মের সময় কেউ অপরাধী হয়ে জন্মায় না। যেহেতু আইনের লঙ্ঘন হলো অপরাধ। তাই বলা যায়, একজন মানুষ পৃথিবীতে আবির্ভবের সাথে সাথে আইনের স্পর্শ পায় না। জন্মের পর ব্যক্তি পরিবারের সংস্পর্শে আসে এবং সেখানেই লালিত-পালিত হয়। এরপর সে সমাজে এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রের সংস্পর্শে আসে। রাষ্ট্র যেহেতু আইন প্রণয়ন করে, তাই মানুষ যে আইন লঙ্ঘন করে সেটা সমাজেরই সৃষ্টি। সুতরাং অপরাধ অবশ্যই সামাজিক ঘটনা।

গ রফিকের কর্মকাণ্ডকে আমি অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করবো। অপরাধ হলো সামাজিক আইন বা নীতিমালার লঙ্ঘন। আরও সুনির্দিষ্ট অর্থে, দেশের আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত শাস্তিযোগ্য কাজকেই অপরাধ বলা হয়। কোনো দেশের প্রচলিত আইন ভঙ্গা করা অপরাধ। মোটকথা দেশের আইন অনুসারে যে কাজকে অন্যায় বলে ধরা হয়েছে এবং যা ভঙ্গ করলে রাষ্ট্রীয় শাস্তি বিধানের বন্দোবস্ত রয়েছে তাকে অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ— চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই প্রভৃতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রফিক হতাশাগ্রস্ত হয়ে হেরোইন সেবন শুরু করে যা জনশৃঙ্খলা অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া রফিক হেরোইনের টাকা যোগাড় করতে মাঝে মধ্যে ছিনতাইও করে থাকে যা প্রচলিত

অপরাধকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত রফিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত।

ঘ রফিকের মতো লোকদের অর্থাৎ অপরাধীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নিরসনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

রফিক কর্মসংস্থানের অভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ, তার এ অপরাধের পেছনে রয়েছে অর্থের অভাব। আবার পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেও অপরাধ প্রবণতার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তাই দেশের জন্যে এমন একটি যুক্তিযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয় যেখানে সম্পদ ও সুযোগের সদ্ব্যবহার এবং তার ন্যায্য তথা সুযম বণ্টন ত্বরান্বিত হতে পারে যাতে সমাজে শোষণ ও অবিচার দূরীভূত হয়। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন তবেই সম্ভব হবে এবং অপরাধ প্রবণতা দূরীভূত হবে। এছাড়া অপরাধ প্রবণতার জন্যে বেকার সমস্যা অন্যতম কারণ।

বেকার জীবনে নেমে আসে দারিদ্র্য যা অপরাধের দুয়ার খুলে দেয়। এ সমস্যা সমাধানের জন্যে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে বেকারত্ব দূর করতে পারলেই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড আর ঘটবে না তাও ঠিক নয়। কারণ মানুষ তার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু যখন তার সীমিত আয় দিয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ব্যর্থ হয় তখন সে বিভিন্ন অপরাধের পথ বেছে নেয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, রফিকের মতো লোকদের কর্মকাণ্ড নিরসনে অর্থাৎ অপরাধ প্রবণতা রোধে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

প্রশ্ন ▶ ২ আনিস লেখাপড়া শেষে শহরে এসে একটি চাকরি পায়। বেতন কম পাওয়ার কারণে চাকরি বাদ দিয়ে গ্রামে চলে আসে। শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে গ্রামের লোকজন তাকে খুব সম্মান এবং বিশ্বাস করে। কিন্তু আনিস গ্রামের সেই বিশ্বাসী লোকদের বিদেশে পাঠানোর নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা গ্রামবাসীদের থেকে হাতিয়ে নেয়। আর সেই টাকা দিয়ে সে শহরে একটি বড় বাড়ি এবং গাড়ি কিনে বিলাসবহুলভাবে জীবন-যাপন করে।

◀ *শিখনফল-৭*

- ক. সরল নৈরাজ্য কীরূপ পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে? ১
- খ. অপরাধ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে আনিসের অসৎ হওয়ার পেছনে কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতার সুযোগেই আনিস এ ধরনের আচরণ করতে সক্ষম হচ্ছে? মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরল নৈরাজ্য কোনো গোষ্ঠী বা সমাজের দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরিস্থিতিতে নির্দেশ করে।

খ অপরাধ বলতে সামাজিক আইন বা নীতিমালার লঙ্ঘনকে বোঝায়।

দেশের আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত শাস্তিযোগ্য কাজকেই অপরাধ বলা হয়। দেশে প্রচলিত সরকারি আইন-কানুন বা বিধি-বিধানের পরিপন্থি কোন কাজ করাকে আইনের চোখে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সামাজিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর এমন কিছু করার নামই অপরাধ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আনিসের সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও উচ্চাভিলাষী জীবনের স্বপ্নই তাকে অসৎ করে তোলে।

একসময় একজন দরিদ্র অথচ সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে একজন সুদে কারবারি বা কৃপণ ধনীরা চেয়ে বেশি সম্মান দেওয়া হতো। বর্তমানে সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদেরকে শ্রদ্ধা করলেও অনেকেই আবার তাদেরকে মনে করে বোকা।

আগের তুলনায় আমাদের দেশের যুবক শ্রেণির একটি অংশের মধ্যে বৈষয়িক চিন্তা অতি বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকেই রাতারাতি সমাজের উচ্চ শ্রেণিতে উন্নীত হতে চাচ্ছে। চাচ্ছে বিদেশি উপকরণ দিয়ে ঘরবাড়ি সাজাতে এবং জীবনযাত্রায় দ্রুত পরিবর্তন আনতে। আনিস উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পর আশা করে বড় চাকরি পাওয়ার। কিন্তু সে কম বেতনের চাকরি পায়। কম টাকা দিয়ে ঠিকমতো চলতে না পারার কারণে চাকরি ছেড়ে সে গ্রামে চলে আসে। গ্রামের লোকদের প্রতারণা করে টাকা হাতিয়ে নেয় এবং সে টাকা উচ্চাভিলাষী জীবনের স্বপ্ন পূরণের জন্যে ব্যবহার করে। অর্থাৎ সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও উচ্চাভিলাষী জীবনের স্বপ্নই তাকে অসৎ করে তোলে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও উচ্চাভিলাষী জীবনের স্বপ্ন পূরণের জন্যেই আনিস অসৎ হয়।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতার সুযোগেই আনিস এ ধরনের অপরাধ সংঘটনের সাহস পেয়েছে।

উদ্দীপকের আনিসকে বলা যায় ভদ্রবেশী অপরাধী। আনিস টাকা হাতিয়ে নিয়েছে গ্রামের সহজ সরল সাধারণ মানুষদের থেকে। সে জানে গ্রামের এ সকল সাধারণ মানুষ নিরক্ষর বিধায় আইন আদালত সম্পর্কে তেমন কিছু বুঝবে না। আর সে এই সুযোগটি নিতে চেয়েছে। অপরদিকে বলা যায়, আমাদের দেশের আইন বাস্তবায়নেও রয়েছে নানা সমস্যা। গ্রামের লোকজন আনিসের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দাখিল করলে পুলিশ প্রথমেই টাকা প্রদানের কাগজ বা রশীদ চাইবে। কিন্তু গ্রামের সাধারণ লোকজনতো আনিসকে বিশ্বাস করে এজন্যে তারা টাকা দিয়েছে। বিশ্বাসের বন্ধনের ভিত্তিতে টাকা লেনদেন হয়েছে বিধায় বলা যায় গ্রামের লোকজনের নিকট এ সংক্রান্ত কোনো কাগজপত্র থাকবে না।

কাগজপত্র না পেলে পুলিশও অভিযোগ আমলেই নিবে না। আর আনিস যেহেতু এখন বাড়ি গাড়ির মালিক তাই সে চেষ্টা করবে অবৈধভাবে থানা পুলিশকে ম্যানেজ করে বিষয়টিকে ধামাচাপা দিতে। কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যদি মান্যতার আমলের আইনের দিকে না তাকিয়ে গ্রামের অসহায় মানুষগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তবেই কেবল সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। আনিস আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এ দুর্বলতা সম্পর্কে জানে বিধায় সে এ ধরনের অপরাধ করতে সাহস দেখিয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, আমাদের দেশে দুর্বল আইন ব্যবস্থার কারণেই আনিস অপরাধ করতে সাহস পেয়েছে।

প্রশ্ন ৩ রাজু বাবা-মার একমাত্র সন্তান। রাজুর পরিবার অভাব-অনটনের মধ্যে দিন কাটায়। অভাব-অনটনের মধ্যে দিয়েও রাজু পরিবারের আদরের সন্তান। অতিরিক্ত আদর পেয়ে সে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে যেখানে-সেখানে ঘোরাফেরা করে, স্কুলের মেয়েদের সাথে অশালীন আচরণ এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে মাঝে মধ্যে খারাপ আচরণ করে। এছাড়াও তার সহপাঠীদের সাথে ঘোরাফেরা করে সমাজের বিভিন্ন অপরাধ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়ে।

◀ শিখনফল-৬ ও ৭

- | | |
|--|---|
| ক. বিদ্যুতিমূলক আচরণ কী? | ১ |
| খ. অপরাধের সংজ্ঞা দাও। | ২ |
| গ. রাজু কোন ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. উপরের উদ্দীপক মূল্যায়ন করে অপরাধের কারণগুলো বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধ পরিপন্থি আচরণই বিদ্যুতিমূলক আচরণ।

খ অপরাধ হলো সামাজিক আইন বা নীতিমালার লঙ্ঘন।

দেশে প্রচলিত সরকারি আইন-কানুন বা বিধিবিধানের পরিপন্থি কোনো কাজ করাকে আইনের চোখে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সামাজিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর কিছু করার নামই অপরাধ। অপরাধ হলো সামাজিক দুর্নীতি যা সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে। যেকোনো সুশৃঙ্খল সমাজে হত্যা, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, দাঙ্গা, অন্যের সম্পত্তি গ্রাস করা, ধর্ষণ, ব্যাভিচার প্রভৃতি অপরাধের অন্তর্ভুক্ত।

গ রাজু কিশোর অপরাধের সাথে জড়িত।

কিশোর অপরাধ হচ্ছে কিশোর-কিশোরীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ। বিভিন্ন দেশে কিশোর অপরাধীদের বয়সের বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। আমাদের দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী সাধারণত ৭-১৬ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধকে কিশোর অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। কিশোর-কিশোরীদের কর্তৃক সংঘটিত সামাজিক মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ এবং আইনশৃঙ্খলার পরিপন্থি যেকোনো কাজকেই কিশোর অপরাধ বলা হয়। কিশোর অপরাধের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে ছোটখাটো চুরি, পকেটমার, উচ্ছৃঙ্খলতা, অশালীন আচরণ, মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা ইত্যাদি।

উদ্ভিদকেও দেখা যায়, রাজু স্কুল ফাঁকি দিয়ে যেখানে-সেখানে ঘোরাকেরা করে, স্কুলের মেয়েদের সাথে অশালীন আচরণ এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে মাঝেমাঝে খারাপ আচরণ করে। এ ছাড়াও তার সহপাঠীদের সাথে ঘোরাকেরা করে সমাজের বিভিন্ন অপরাধ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়ে। রাজুর এ সকল কর্মকাণ্ড পাঠ্যবইয়ের কিশোর অপরাধের ধারণার সাথে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, রাজু কিশোর অপরাধের সাথে জড়িত।

ঘ রাজুর কিশোর অপরাধমূলক কাজের পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ দায়ী।

তবে, রাজুর অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের পিছনে যে কারণটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে সেটি হলো দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের কারণে রাজু তার সকল চাহিদা পূরণ করতে পারে না। এর ফলে তার মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়। এই হতাশা দূর করার জন্যই সে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।

রাজুর অপরাধের পেছনে দায়ী আরও একটি কারণ হলো পিতামাতার অতিরিক্ত আদর। পিতা-মাতার অতিরিক্ত আদরের কারণে সন্তানদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। তারা বদমেজাজি

হয়ে ওঠে। তাদের চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ না হলে তারা যেকোনো কাজ করতে পারে। রাজুর ক্ষেত্রেও আমরা অনুরূপ চিত্র দেখতে পাই। বাবা-মায়ের অতিরিক্ত আদরে রাজু ক্লাস ফাঁকি দিয়ে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। এছাড়া বাবা-মার সঠিক অনুশাসনের অভাবেও সন্তানরা অপরাধী হয়ে ওঠে। বাবা-মা যদি সন্তানের কার্যকলাপ, গতিবিধি লক্ষ্য না করেন তাহলে সন্তান বিপথে চলে যেতে পারে। যেমনটি আমরা রাজুর ক্ষেত্রে দেখতে পাই। রাজুর বাবা-মা তার গতিবিধি, কার্যক্রমের ওপর কোনো নজর দেন না। এর ফলে বাবা-মার অগোচরে সে নানারকম অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করে থাকে।

কিশোর অপরাধের আরেকটি অন্যতম কারণ হলো সজীবদল। ছেলেমেয়েদের বন্ধুরা যদি খারাপ হয় তাহলে তাদের প্রভাবে তারা সহজেই অপরাধমূলক কাজ করে থাকে। রাজুও তার সজীবদলের সাথে ঘোরাকেরা করে নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।

পরিশেষে বলা যায়, দারিদ্র্য, পিতামাতার অতিরিক্ত ভালোবাসা, যথার্থ অনুশাসনের অভাব, খারাপ সজীবদলের প্রভাবে রাজু কিশোর অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে।



প্রশ্নব্যাংক

► উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ► ৪ জমিরের এলাকার আশপাশে নিম্নবর্ণের হিন্দু শ্রেণির বসবাস। এলাকার বখাটে যুবকদের সাথে নিয়ে জমির সংখ্যালঘু হিন্দুদের ফসল, ফলমূল ইত্যাদি চুরি করে। এতে হিন্দুবর্ণের লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কাছে জমিরের এসব অপকর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে।

◀ *শিখনফল-১*

- | | |
|---|---|
| ক. কোনটি মূল্যবোধ ব্যবস্থার বিচ্ছিন্নতা ও চরম অবনতিকে নির্দেশ করে? | ১ |
| খ. মার্টনের সরল ও চরম নৈরাজ্যের ধারণা দাও। | ২ |
| গ. জমিরের অপকর্মে সমাজবিজ্ঞানের কোন ধরনের প্রত্যয় প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. উক্ত প্রত্যয়টির পেছনে নানাবিধ কারণ বিদ্যমান — তুমি কি এর সাথে একমত? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক চরম নৈরাজ্য মূল্যবোধ ব্যবস্থার বিচ্ছিন্নতা ও চরম অবনতিকে নির্দেশ করে।

খ মার্টন দুই ধরনের নৈরাজ্যের কথা বলেছেন। এগুলো হলো— সরল নৈরাজ্য ও চরম নৈরাজ্য।

সরল নৈরাজ্য কোনো গোষ্ঠী বা সমাজের দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে, চরম নৈরাজ্য মূল্যবোধ ব্যবস্থার বিচ্ছিন্নতা ও চরম অবনতিকে নির্দেশ করে। যার ফলে সমাজে উদ্বিগ্নতা জন্ম নেয়।

গ *সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—*

গ বিচ্যুতিমূলক আচরণের ব্যাখ্যা দাও।

ঘ বিচ্যুতিমূলক আচরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কারণসমূহ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করো।

প্রশ্ন ► ৫ বাবার মৃত্যুর পর সংসার পরিচালনার প্রয়োজনেই বুলবুলকে বাসের হেলপার হতে হয়। এক পর্যায়ে সে ধীরে ধীরে চুরি, পকেটমার, ছিনতাই ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। একদিন তাকে পুলিশ গ্রেফতার করে এবং আদালতে প্রেরণ করে।

◀ *শিখনফল- ৭ ও ৮*

- | | |
|---|---|
| ক. অপরাধের কারণ অনুসন্ধানের তুলনামূলক প্রাচীন মতবাদ কোনটি? | ১ |
| খ. নৈতিকতা বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা করো। | ২ |
| গ. উদ্ভিদকে বর্ণিত বুলবুলের কর্মকাণ্ডের পিছনের কারণ ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. বুলবুলের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা অপরাধ প্রতিরোধে কত টুকু সহায়ক হবে বলে তুমি মনে কর? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। | ৪ |

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপরাধের কারণ অনুসন্ধানের তুলনামূলক প্রাচীন মতবাদ হলো জৈবিক মতবাদ।

খ নৈতিকতা হলো ভালো ও মন্দের মধ্যকার ইচ্ছা, সিদ্ধান্ত, ও কর্মগত বিভাজন।

নৈতিকতা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম অনুভূতি। নির্দিষ্ট দর্শন, ধর্ম ও সংস্কৃতি অনুযায়ী নৈতিক বিধানই নৈতিক ব্যবস্থা। সাধারণ অর্থে নৈতিকতা বলতে বুঝায় কোনো নির্দিষ্ট জনগণ বা সংস্কৃতির মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল কোনো কিছুর সত্যিকার ভালো বা মন্দের অবস্থা।